সংক্ষিপ্তসার

বাঁকুড়ার বাংলা প্রবাদ : সমাজ ও ভাষার প্রেক্ষিতে

বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পি-এইচ.ডি. উপাধির জন্য
উপস্থাপিত গবেষণা অভিসন্দর্ভের সংক্ষিপ্তসার

গবেষিকা

তনুশ্রী দে

বাংলা বিভাগ
বিদ্যাসাগর বিশ্ববিদ্যালয়
পশ্চিম মেদিনীপুর - ৭২১১০২

২০১৯

সংক্ষিপ্ত সার

অক্লান্ত অধ্যবসায় এবং দীর্ঘ অনুশীলনের মাধ্যমে সমাজে প্রবাদের গুরুত্ব, প্রবাদ চর্চা, প্রবাদ সংরক্ষণ, প্রবাদ বিশ্লেষণের প্রচেষ্টায় প্রচলিত ভাষার সাথে মান্য চলিত ভাষার কতখানি সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্য, সামাজিক স্তর ভেদে ভাষা কতখানি বৈচিত্র্যপূর্ণ, উচ্চরণ ভেদে আঞ্চলিক ভাষা কতখানি তাৎপর্যপূর্ণ তা অন্বেষণ করাই আমার গবেষণার মূল উদ্দেশ্য। পাশাপাশি প্রবাদ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বাঁকুড়ার আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক-ধর্মনৈতিক-লিঙ্গ বৈষম্যেও প্রতিপাদ্য বিষয়টিকে ফুটিয়ে তোলা আমার গবেষণা কর্মের অপর একটি উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যগুলি পূরণের জন্য আমার পরিকল্পিত বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখে সংগৃহীত তথ্য সমূহকে বিশ্লেষণ পূর্বক কয়েকটি অধ্যায়ে বিন্যস্ত করা হয়েছে।

প্রথম অধ্যায় : ‘‘বাঁকুড়া জেলার তথ্য পরিসংখ্যান ও ভাষাঞ্চল” — এই অধ্যায়ে বাঁকুড়া জেলার ভৌগোলিক পরিচিতি, প্রাচীন ঐতিহাসিক পটভূমি, জেলার উদ্ভব সহ ‘বাঁকুড়া’ নামের তাৎপর্যটি তুলে ধরা হয়েছে। তাছাড়া দক্ষিণ-পশ্চিম বাঁকুড়া, পূর্ব বাঁকুড়া, উত্তর বাঁকুড়া জেলায় বসবাসকারী মানুষের মুখে ভাষা বৈচিত্র্য গড়ে উঠেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায় : “প্রবাদঃ লোকসমাজ-বৈশিষ্ট্য-ইতিহাস” — এই অধ্যায়ে প্রবাদের সংজ্ঞা, উৎস সহ প্রবাদ চর্চায় বিভিন্ন লোকসংস্কৃতিবিদের নাম ও পুস্তকের নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তাছাড়া প্রবাদের সাথে বচন, প্রবচন, প্রবাদাঙ্গ, ধাঁধা, ছড়ার পার্থক্যটি উল্লেখ করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায় : “ভাষাবৈচিত্র্যঃ সামাজিক স্তরভেদ” — এই অধ্যায়ে সামাজিকস্তর ভেদে লিঙ্গ, বয়স, শিক্ষা, প্রবাদ বিশ্লেষণের মাধ্যেমে জাতির ভাষা বৈচিত্র্যটি তুলে ধরা হয়েছে।

চতুর্থ অধ্যায় : “ভাষাবৈচিত্র্যঃ মান্য প্রবাদের সাথে বাঁকুড়ার প্রবাদের সাদৃশ্য-বৈশাদৃশ্য” — এই অধ্যায়ে বাঁকুড়ার উপভাষার ধ্বনিতত্ত্ব ও রূপতত্ত্বের দিকটিকে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এছাড়া বাঁকুড়ার মৌখিক ভাষার সাথে সাহিত্যে মান্য ভাষার সাদৃশ্য-বৈসাদৃশ্যটিকে দেখানো হয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায় : "প্রবাদে সমাজের আঙ্গিকগত পরিকাঠামো" — এই অধ্যয়টিতে উল্লেখিত প্রবাদের মাধ্যমে পরিবারের অবস্থা, অর্থনৈতিক অবস্থা, রাজনৈতিক অবস্থা, ধর্মনৈতিক অবস্থা, শিক্ষা ব্যবস্থা, সমাজ-সংস্কৃতিকে আলোচনা করা হয়েছে।

ষষ্ঠ অধ্যায় : "বাঁকুড়ার সংগৃহীত প্রবাদমালাঃ শব্দগত অভিনবত্ব বা প্রসঙ্গিক বিষয়" — এই অধ্যায়ে বাঁকুড়ার সংগৃহীত প্রবাদের নিজস্ব শব্দ, অর্থ, উৎস, মন্তব্য এবং বিকল্প প্রবাদগুলিকে ছকের মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

সপ্তম অধ্যায় : "প্রবাদঃ অতীত ও বর্তমান" — এই অধ্যায়ে প্রবাদে অতীতের স্মৃতিচারণা করা হয়েছে সাথে সাথে বর্তমান সমাজে প্রবাদ চর্চা ও সংরক্ষণের দিকগুলিকে নির্দেশ করা হয়েছে।

কথাশেষ : বিশ্বায়নের সর্বগ্রাসী মনোভাবের শিকার হচ্ছে প্রাচীন ঐতিহ্যগুলি। তাই অনুসন্ধিৎসু সংগ্রাহক, উৎসুক গবেষক, কৌতুহলী পাঠকবর্গকে উৎসাহী মননে এগিয়ে আসার কথা বলা হয়েছে, তবেই লুপ্তপ্রায় প্রবাদগুলির সংরক্ষণ হবে, বেঁচে থাকবে সমাজ-ভাষা-সংস্কৃতি। কষ্টসাধ্য বিচিত্র অভিজ্ঞতা, নিজস্ব উপলব্ধি এবং সুদূর প্রত্যাশার মধ্য দিয়ে মূল্যায়ন করা হয়েছে কথাশেষ নামাঙ্কিত উপসংহারে।

সাতটি অধ্যায়ে চিত্রসহ ক্ষেত্রসমীক্ষায় প্রাপ্ত প্রবাদ বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে বাঁকুড়ার সমাজ ও ভাষার একটি পূর্ণাঙ্গ রূপ আমার গবেষণায় তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে।